যুগান্তর

তারিখ 20 APR 2014 ... পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ...

দেশে প্রাইভেট ও কোচিং ব্যবসা বাড়ছে

গণসাক্ষরতা অভিযানের অনুষ্ঠানে বক্তারা

যুগান্তর রিপোর্ট

গণসাক্ষরতা অভিযানের অনুষ্ঠানে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ কিছু অগ্রগতি হলেও মাধ্যমিক খাতে এটা খুবই হতাশাজনক। বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া, পাসের হার আর অর্জিত শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সারা দেশে প্রাইভেট ও কোচিং ব্যবসা লাগামহীন ও আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জনগণের ভোগান্তির পাশাপাশি শিক্ষা ব্যয় বাড়ছে।

শনিবার রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও ২০১৫ পরবর্তী এজেন্ডা : বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে আসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এতে প্রধান অতিথি ছিলেন।

সারা দেশ থেকে আসা বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও পেশাজীবী সংগঠনের ব্যক্তিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা নিয়ে চলমান নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিশৃংখলার চিত্র তুলে ধরেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্কুল পরিচালনা বিধিমালা করে দিয়েছি। সেখানে স্পষ্ট বলা আছে, কারা কারা কমিটিতে আসবে। তাতে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। প্রভাবশালীরা এরপরও হস্তক্ষেপ করে। যদি স্থানীয়রা এটার বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, তবে এটা রোধ করা সম্ভব না। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পাস করাতে ব্যর্থতা ও ছাত্রশূন্যতার আকশন হিসেবে এমপিও বন্ধ করে দিলে মামলা ঠুকে অর্থ নেয়ার প্রবণতার কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ৮ হাজার মামলা রয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের আশ্রয়ে চলছে। এরপরও তাদের ছাড়া হবে না।

অনুষ্ঠানে গণসাক্ষরতার পক্ষ থেকে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এতে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য, তা অর্জনে চ্যালেঞ্জ, অর্জনের উপায়, ইতিমধ্যে সরকারের অর্জন, পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা না বাড়া, শিক্ষার হার, ভর্তি হারসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রবন্ধ তিনটি উপস্থাপন করেন এডুকেশন ওয়াচের সমীর রঞ্জন নাথ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট অধ্যাপক নাজমুল হক, গণসাক্ষরতার ভাইস চেয়ারম্যান ড. মনজুর আহমেদ।